দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 30/11/79 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

76

দু' হাজার সালের বাংলাদেশ

বাংলাদেশকে দু' হাজার সালে নাগরিকরা কেমন দেখবে তার একটি মডেল সোমবার প্রেসিডেন্টকে দেখানো হয়। একজন অর্থনীতিবিদের রচিত একটি গবেষণার উপর ভিত্তি করে একদল ছাত্রী মডেলটি তৈরি করেন।

বাসসের খবরে প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট গতকাল বিকেলে বঙ্গভবনে মন্ত্রিপরিষদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এই মডেলটি দেখেন।

অর্থনীতিবিদ জনাব এম এ

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

বাংলাদেশ

(১ম পৃঃ পর)

মজিদ 'দু' হাজার সালের বিশ্ব ও বাংলাদেশের চিত্র' (দ্য ইমার্জিং ওয়ার্ল্ড এন্ড বাংলাদেশ সিনারিও বাই টু থাউজেন্ট এডি) বইতে আংশিক প্রকাশ করেছেন, উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আগামী বিশ থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশকে সব দিক দিয়ে দ্রুত উন্নত করে তোলা সম্ভব হবে। হলিক্রস হাইস্কুলের ১১ জন ছাত্রী জনাব মজিদের এই ধারণাটি মডেলে ফুটিয়ে তোলেন।

মডেলে দেখানো হয় যে আগামী ২০ থেকে ২২ বছরের মধ্যে সাগরের জমি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দেশের আয়তন এক-চতুর্থাংশ বাড়বে। এ সময় কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা করা হবে এবং তার ফলে দেশে কৃষি বিপ্লব সুনিশ্চিত হবে।

মডেলে দেখানো হয় যে দেশের নদনদী খননের ফলে বন্যা প্রতিরোধ সুনিশ্চিত হবে। নদনদীতে তখন হোভারক্রাফট চলবে। রেল লাইনগুলো ডবল লাইনের করা হবে। এবং বর্তমান ট্রেনগুলোকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও বৈদ্যুতিক ট্রেনে রূপান্তরিত করা হবে। এই ট্রেনগুলো চলবে ঘন্টায় একশ থেকে দেড়শ মাইল বেগে।

মডেলে আরও দেখানো হয় যে দু' হাজার সালের মধ্যে দেশে প্রায় পাঁচশটি সুরম্য শহর গড়ে উঠবে এবং দেশের অধিকাংশ মানুষ এসব শহরে বসবাস করবে। অধিকাংশ পরিবারের দু'টি করে সন্তান থাকবে এবং তারা ভালভাবে বেঁচে থাকার মত সম্পদের অধিকারী হবে।